হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হেযবুত তওহীদের এমাম, এমামুয্যামান

The Leader of the Time

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যামানার এমাম, এমামুয্যামান, The Leader of the Time

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

www.hezbuttawheed.com, www.tawheedprocation.org

১ম প্রকাশ: ১০ জুন ২০১১ ঈসায়ী

২য় সংস্করণ: ১৬ জুলাই ২০১১ ঈসায়ী ৩য় মুদ্রণ: ২২ আগস্ট ২০১১ ঈসায়ী

৪র্থ মুদ্রণ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

৫ম মুদ্রণ: ২ নভেম্বরর ২০১২ ঈসায়ী

৬ষ্ঠ মুদ্রণ: ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী ৭ম মুদ্রণ: ২৪ এপ্রিল ২০১২ ঈসায়ী

৮ম মুদ্রণ: ২৫ মে ২০১২ ঈসায়ী

৯ম সংস্করণ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী (সুলভ) ১০ম মুদ্রণ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

১১শ মুদ্রণ: ৫ নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী (সুলভ)

১২শ মুদ্রণ: ২৫ নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী ১৩শ মুদ্রণ: ৩০ জুলাই ২০১৩

মূল্য: ২০.০০ টাকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তার কারণ কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, জীবনধারণের জন্য তাকে কোন না কোন কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হোতেই হয়, নির্ভরশীলতার কারণেই তাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস কোরতে হয়। সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন কোরতে গেলে মানুষকে স্বভাবতই একটি নিয়ম-কানুনের অর্থাৎ System-এর মধ্যেই বাস কোরতে হয়। যে System-এর মধ্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ামক থাকতে হয়। এই System বা নিয়ামককে জীবনব্যবস্থা বলা যায়। স্বভাবতই সেই জীবনব্যবস্থায় একদিকে যেমন থাকবে আত্মিক উন্নয়নের ব্যবস্থা অন্যদিকে আইন কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার ও সর্ববিষয়ে বিধানও থাকতে হবে।

একটি জীবনব্যবস্থা ছাড়া সমাজবদ্ধ জীবের বাস করা বা জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। মানুষের কাছে কাম্য হোচ্ছে এমন একটি জীবনব্যবস্থার মধ্যে সে বাস কোরবে, যে জীবনব্যবস্থাটি হবে সঠিক ও নির্ভুল; সেই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার ফলে মানুষ এমন একটি সমাজে বাস কোরবে যেখানে কোন অন্যায় থাকবে না, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন প্রকার অন্যায় থাকবে না, অবিচার থাকবে না, যেখানে জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা হবে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত; যেখানে চিন্তা, বাক-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হবে সংরক্ষিত এবং মানুষে মানুষে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, রক্তপাত থাকবে না। অবশ্য যেহেতু মানবজাতির মধ্যে ভালো-মন্দ সব রকম লোকই থাকে, সেহেতু এটা ১০০% ভাগ অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু জীবনব্যবস্থার নির্ভুলতা বা সঠিকতার ফলে যদি অপরাধ, অন্যায়, অবিচার এবং মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাত নুিতম পর্যায়ে, শতকরা ১% বা ২% এ নেমে আসে, তবে তা-ই যথেষ্ট। প্রশ্ন হোচ্ছে, এমন একটি সঠিক, নির্ভুল জীবন-বিধান কোথায় পাওয়া যাবে?

এই বিশাল বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ মানুষ জাতি সৃষ্টি কোরেছেন, এটা প্রশ্নাতীত। আমি প্রথমেই বলে নেই যে, **আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অর্থাৎ নাস্তিকদের আমি এই আলোচনা থেকে বাইরে রাখছি। কারণ সৃষ্টি আছে, নিখুঁত সৃষ্টি আছে কিন্তু তার স্রষ্টা নেই এমন কথায় বিশ্বাসী নিরেট, স্থূল, জড়বুদ্ধিদের কাছে আমার কোন বক্তব্য নেই।** এই মহান স্রষ্টার

একটি বিশেষণ 'সোবহান' অর্থাৎ ত্রুটিহীন, যিনি কোন ভুল করেন না, যাঁর কোন অপূর্ণাঙ্গতা নেই, এক কথায় যিনি কেবলমাত্র দোষহীনই নন, চুড়ান্ত নিখুঁত। মানবজাতির স্রষ্টা কি জানতেন না তিনি যে সামাজিক জীব সৃষ্টি কোরলেন তার জন্য একটি নিখুঁত জীবনব্যবস্থাও প্রয়োজন? না হোলে তাঁর সৃষ্ট ঐ জীব অর্থাৎ মানুষ জাতি নৈরাজ্যের মধ্যে বাস কোরতে বাধ্য হবে? তিনি যদি এমন জীবনব্যবস্থা মানবজাতিকে না দিয়ে থাকেন তাহোলে তিনি আর সোবহান থাকেন না। সুতরাং তিনি অবশ্যই মানুষকে তা দান কোরেছেন। আল্লাহর প্রদত্ত এই জীবনব্যবস্থারই নাম হোচ্ছে দীন বা দীনুল হক অর্থাৎ সত্য দীন। মানবজাতি যদি কোন কারণে এটিকে গ্রহণ এবং তাদের জীবনে কার্য্যকরী না করে তবে অবশ্যই তাকে নতুনভাবে অন্য একটি জীবনব্যবস্থা তৈরী, প্রণয়ন কোরতেই হবে। কারণ একটি জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ System ছাড়া পৃথিবীতে বাস করা মানবজাতির জন্য অসম্ভব। এই প্রণয়নের ভিত্তি হোতে হবে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে, এই দুই প্রকার জীবনব্যবস্থার মধ্যে যে কোন একটিকে অবশ্যই গ্রহণ ও জীবনে কার্য্যকরী কোরতে হবে। একটি স্রষ্টার দেওয়া ব্যবস্থা (System), অন্যটি মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত। তৃতীয় আর কোন বিকল্প নেই। এই দুইটির মধ্যে কোনটি গ্রহণ ও মানবজীবনে কার্য্যকরী কোরলে কাম্য, ইপ্সিত ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা, সুখ ও শান্তি পাওয়া যাবে? এই বিরাট প্রশ্নের জবাব স্রষ্টা স্বয়ং আমাদের দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বোলছেন, যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সুক্ষতম বিষয়ও জানেন।[১] এই কথার কোন জবাব আছে কি? তদুপরি আল্লাহ বোলেছেন, আমি তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দিয়েছি।[২] ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে কি অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর মত নিখুঁত কোন কাজ করা সম্ভব? **এই ধারণাতীত বিশাল বিশ্বজগৎ যিনি সৃষ্টি কোরেছেন, যার একটি পরমাণুতেও কোন খুঁত নেই, মানুষ জাতির জন্য তাঁর তৈরী জীবনব্যবস্থার চেয়ে অন্য কোন জীবনব্যবস্থা নিখুঁত হওয়া কি সম্ভব?** মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টি কেমন নিখুঁত, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোন খুঁত দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-

তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে (সূরা মুলক ৩/৪)। আল্লাহর দেওয়া সত্যদীনও এমনই নিখুঁত।

আমরা যখন একটি মোটর গাড়ি কিনি তখন ঐ গাড়ির সঙ্গে একটি বই পাই যাকে বলা হয় Manual. ঐ বইটিতে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের এবং ভালোভাবে নিখুঁতভাবে চলার জন্য বিধি-বিধান লেখা থাকে। গাড়িটিতে কী জ্বালানী ব্যবহার কোরতে হবে, কত নম্বর গিয়ার অয়েল দিতে হবে, কোথায় কোথায় গ্রীজ দিতে হবে, চাকায় কত পাউন্ড চাপের হাওয়া দিতে হবে এসব নির্দেশনা দেওয়া থাকে। আমরা নিখুঁতভাবে ঐ নির্দেশগুলি পালন কোরি। ঐ নির্দেশ মোতাবেক জ্বালানী ব্যবহার কোরি, গিয়ার অয়েল ব্যবহার কোরি অর্থাৎ সব নির্দেশই পালন কোরি। কারণ আমরা জানি, আমাদের যুক্তিতে বলে, যারা এই গাড়ি তৈরী কোরেছে, তারা এই গাড়ি নিখুঁতভাবে কেমন কোরে চোলবে তা আমাদের চেয়ে বহু বেশী জানে অর্থাৎ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ যে যুক্তি দিয়েছেন ঠিক সেই যুক্তি আমরা গাড়ির ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, আমাদের স্রষ্টা যখন আমাদের বলেন যে, আমি তোমাদের সৃষ্টি কোরেছি, তোমাদের মন-মানসিকতাও আমি সৃষ্টি কোরেছি, তোমাদের মস্তিষ্কও আমি সৃষ্টি কোরেছি, কাজেই তোমরা কী ভাবে পৃথিবীতে তোমাদের জীবন যাপন কোরলে অন্যায়, অত্যাচার অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি সবকিছু থেকে বেঁচে পরম নিরাপত্তা ও সুখে থাকতে পারবে, সেই ব্যবস্থা বা দীন তোমাদেরকে দিচ্ছি, তখন আমরা তা প্রত্যাখ্যান কোরি।

তারপর আমরা, মানুষ অসুস্থ হোলে চিকিৎসকের কাছে যাই। চিকিৎসক যে ওষুধ লিখে দেন তা নির্দ্বিধায় খাই, এমন কি ওষুধের বোতলের গায়ে লাল অক্ষরে Poison (বিষ) লেখা থাকলেও তা নিঃসংকোচে খাই ঐ একই যুক্তির কারণে অর্থাৎ চিকিৎসক আমাদের দেহমনের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানেন। কাজেই তার নির্দেশমতে ঐ বিষ লেখা ঔষধও আমাদের কোন ক্ষতি কোরবে না বরং আমাদের রোগ সারাবে। গাড়ির নির্মাতা ও চিকিৎসক উভয়েই আমাদের মতই মানুষ, তাদেরও আমাদের মতই ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, তবুও উভয় ক্ষেত্রে আমরা মানুষের নির্দেশকে বিনা তর্কে গ্রহণ কোরছি ও কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু আমাদের স্রষ্টা, যিনি সমস্ত ভুল-ত্রুটির ঊর্দ্ধে, তাঁর দেওয়া জীবনবিধান প্রত্যাখ্যান কোরে আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য জীবনব্যবস্থা তৈরী কোরে নিয়ে জীবনযাপন কোরছি। ফলে আজ সমস্ত মানবজাতি অশান্ত,

অস্থির। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বিচারিক ইত্যাদি অন্যায়ের পরিণাম ভোগ কোরছে; মানুষে মানুষে সংঘাতে, রক্তপাতে মানবজাতি ভারাক্রান্ত। এটা কোন যুক্তি?

মানবজাতির সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ। একটি হোল, স্রষ্টার দেওয়া নিখুঁত ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা যেটি মানবজীবনে, আমাদের জীবনে কার্য্যকরী কোরলে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত প্রায় বিলুপ্ত হোয়ে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন আমরা পাবো। এই শান্তিময় অবস্থাটির নামই স্রষ্টা দিয়েছেন এসলাম, অর্থাৎ শান্তি।

দ্বিতীয় পথটি হোল, স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান (দীন) প্রত্যাখ্যান কোরলে মানবজাতিকে অবশ্যই নিজেদের জীবনবিধান নিজেদেরই তৈরী কোরে নিতে হবে। কারণ যেমনটি পেছনে বোলে এসেছি, সামাজিক জীব মানুষের জীবনবিধান ছাড়া চলা অসম্ভব। স্বভাবতই এই জীবনবিধান নির্ভুল ও ত্রুটিহীন হওয়া সম্ভব নয়। যার ফলে সমাজ জীবনে নৈরাজ্য, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, সংঘর্ষ, রক্তপাত, নিরাপত্তাহীনতা অবশ্যম্ভাবী হোয়ে পোড়বে। বর্ত্তমানে মানবজাতি এই দ্বিতীয় পথটিকেই গ্রহণ কোরেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের জীবনবিধান দিয়ে তাদের জীবন পরিচালিত কোরছে এবং ফলে মানুষের জীবন অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ, সংঘর্ষ, রক্তপাতে পরিপূর্ণ হোয়ে আছে।

মানুষের তৈরী করা বিভিন্ন রকম জীবনব্যবস্থা একটা একটা কোরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা হোয়ে গেছে। এর প্রত্যেকটাই ব্যর্থ হোয়েছে। এখন অধিকাংশ সমাজে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা চোলছে। এরও ফল আমরা দেখছি। সমস্ত পৃথিবী আজ গত এক বা দুই শতাব্দী আগের চেয়ে অনেক বেশী অন্যায় এবং অবিচারে পূর্ণ। গরীব ও ধনীর ব্যবধান অনেক বেশী প্রকট। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাত বহুগুণে বেশী। গত এক শতাব্দিতেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ কোরে কোটি কোটি লোক হতাহত হোয়েছে। এই নতুন শতাব্দির প্রথম দশকের একটি দিনও যায় নাই যেদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ, রক্তপাত চলে নাই। মানব জাতির এই অবস্থায় আমরা হেযবুত তওহীদ এই ডাক দিচ্ছি যে,

সবগুলি জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার পর স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন পথ নেই।

প্রশ্ন হোতে পারে যে স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান মানুষের সমাজ জীবনে প্রয়োগ ও কার্য্যকরী করা হোলে জীবনে যে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হবে তার যুক্তি ও প্রমাণ কি? যুক্তি স্বয়ং স্রষ্টা দিয়ে দিয়েছেন, যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোন জবাব নেই। তিনি বোলছেন, 'যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সুক্ষতম বিষয়ও জানেন।' আর প্রমাণও আছে, তা হোল ইতিহাস। শেষ নবী মোহাম্মদের (দ:) মাধ্যমে যে শেষ জীবন বিধান স্রষ্টা প্রেরণ কোরেছিলেন তা মানবজাতির একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্য্যকরী করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ **নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে** কী ফল হোয়েছিল তা ইতিহাস। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা যাকে বলে তা প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। **মানুষ রাতে শোওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরত না, রাস্তায় ধনসম্পদ ফেলে রাখলেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানী প্রায় নির্মূল হোয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো।** এটি ইতিহাস। মানবরচিত কোন জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নাই।

শান্তিময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হোচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, তারপর ক্রমান্বয়ে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। এই প্রথমটি অর্থাৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানে যতটা গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হোয়েছে তা বোঝার জন্য একটি ঘটনা গভীরভাবে বিবেচ্য। ঘটনাটি এই:-

একদিন মানবজীবনের জন্য স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান বহনকারী শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ:) কা'বা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যখন তিনি ও তাঁর সহচরগণের ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চোলছিল। হঠাৎ একজন সহচর (সাহাবা) বোললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হোচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া কোরুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হোয়ে যায়। কথাটাকে আল্লাহর রসুল কতখানি গুরুত্ব দিলেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, তিনি সোজা হোয়ে বোসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বোললেন, তুমি কী বোললে? সাহাবা তার কথার পুনরাবৃত্তি কোরলেন। শুনে আল্লাহর রসুল তাকে বোললেন, **'শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোন যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সা'না থেকে হাদরামাউদ যাবে। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না।'**[৩] এই ঘটনাটির মধ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর রসুল উদাহরণস্বরূপ বোললেন, স্ত্রী লোক, কোন পুরুষের কথা বোললেন না। কারণ স্ত্রী লোকের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারাবার সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হোল ইযযত, সতীত্ব, মান-সম্ভ্রম। দ্বিতীয়ত, ঐ স্ত্রী লোক বয়সে যুবতী। অর্থাৎ আরও লোভনীয়। তৃতীয়ত, অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্য লোভনীয়। এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্বেও আল্লাহর রসুল বোলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী স্ত্রীলোক একা সা'না শহর থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরবর্ত্তী হাদরামাউতে যেতে, যা অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কোন ভয় কোরবে না। চতুর্থত, লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোকটি শুধু পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হবে না, আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোন রকম বিপদের কোন আশঙ্কাই তার থাকবে না। চিন্তা কোরে দেখুন, একটি সমাজের নিরাপত্তা কোন্ পর্যায়ে গেলে অনুরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মনে আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কোন ভয়ই থাকে না।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জীবনব্যবস্থার (দীন) প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বর্ত্তমান দীনের উদ্দেশ্যের (আকীদা) বিরাট তফাৎও পরিষ্কার হোয়ে ওঠে। প্রকৃত এসলামের, জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানবজীবনের নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর বর্ত্তমানের এসলামের উদ্দেশ্য ওসব কিছুই নয় বরং সময়মত নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, লম্বা পোশাক ও

খাঁটো পায়জামা পরা ইত্যাদি। বর্ত্তমানের এই আকীদাই যদি সঠিক হোত তবে আল্লাহর রসুল তাঁর সাহাবার কথার উত্তরে শীঘ্রই সেই অভূতপূর্ব নিরাপত্তা আসছে এ কথা না বোলে বোলতেন, অতি শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে, হজ্ব কোরবে, রোজা রাখবে, লম্বা লম্বা দাড়ি রাখবে, যেকের কোরবে, লম্বা জোব্বা আর খাঁটো পায়জামা পরবে।

স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান কোরে বর্ত্তমানে মানবজাতি যে বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা নিজেরা চিন্তাভাবনা কোরে তৈরী কোরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা তাদের জীবনে কার্য্যকরী কোরছে তার ফল আমরা কী দেখছি? প্রথমটাই ধরা যাক, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। এর অবস্থা যতই দিন যাচ্ছে সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপ হোচ্ছে। ধনী উন্নত বিশ্ব তাদের যার যার দেশে খুন, জখম, রাহাজানী, অপহরণ, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি সমস্ত অপরাধ দমন, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস, গোয়েন্দা বিভাগ, ফরেনসিক সাইন্স (Forensic Science) ইত্যাদির উন্নয়ন ও অপরাধ দমনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় কোরছে, কিন্তু কিছুই হোচ্ছে না। এই সব উন্নত দেশে প্রতি ঘন্টায় বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চোলেছে। সরকারগুলির আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ জগতের অপরাধীরাও সমান পাল্লা দিয়ে চোলছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারও তাদের দারিদ্র্য ও অনুন্নত প্রযুক্তি নিয়ে অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই কোরতে পারছেন না। এ দেশগুলিতেও অপরাধের মাত্রা উন্নত দেশগুলির মতই ধাঁ-ধাঁ কোরে বেড়ে চোলছে।

শেষ রসুলের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানবজাতির একটি অংশে প্রয়োগ ও কার্য্যকরী করার ফল কী হোয়েছিল তা একবার দেখা যাক। যারা আমার এই লেখা পড়ছেন, তাদের অনুরোধ কোরছি আপনারা মনে মনে কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কল্পনা কোরুন। কল্পনা কোরুন এই সমাজে অস্ত্র কিনতে বা তৈরী কোরতে কোন বাধা নেই, কোন লাইসেন্স প্রয়োজন পড়ে না, যে কেউ অস্ত্র কিনে বা তৈরী কোরে তার ঘর ভরে ফেললেও কেউ তা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলে না। কল্পনা কোরুন, এই সমাজে কোন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিস বাহিনী নেই। বর্ত্তমানের মত হাজার হাজার লোক রাখার উপযোগী কোন জেলখানাও

সেখানে নেই। শুধু বড় বড় শহরগুলিতে দুই চারজন লোক রাখার মত ছোট জেলখানা আছে। কিন্তু সমাজে বোলতে গেলে কোন অপরাধ নেই। বিচারালয়গুলিতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা প্রায় অনুপস্থিত। আমি জানি, এমন একটি সমাজ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমার আরজ হোচ্ছে, আপনারা যা কল্পনা কোরতে পারছেন না, তা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের জাতি গঠন থেকে শুরু কোরে এই জাতির আদর্শচ্যুতি ও ফলে পতন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত বহু বছর ধোরে এই অবস্থা বিরাজ কোরেছিল। **অস্ত্রের মালিকানা, অস্ত্র তৈরী ও বিক্রয়ের উপর সামান্যতম কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও, দেশে কোন পুলিসবাহিনীর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল।** এই অকল্পনীয় অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হোয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ মানব রচিত সকল ব্যবস্থা, বিধান প্রত্যাখ্যান কোরে তার স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ কোরেছিল অর্থাৎ ‘লা- এলাহা এল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান গ্রহণ কোরি না’ এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা কোরেছিল।

আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তায় বা তাঁর অসীম জ্ঞানের সম্বন্ধে যারা বিশ্বাসী নন তারা যুক্তি উত্থাপন কোরতে পারেন যে, চৌদ্দশ’ বছর আগে মানুষ সমাজের যে অবস্থা ছিল সেখানে হয়তো এই জীবনব্যবস্থা কার্য্যকরী হোয়েছিল এবং ঐ অকল্পনীয় ফল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হোয়েছে তাতে জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হোয়েছে এখন ঐ পুরনো ব্যবস্থা আর সেরূপ ফল দেখাতে পারবে না; এখন মানুষকেই চিন্তাভাবনা কোরে তার জীবনব্যবস্থা তৈরী কোরে নিতে হবে এবং আমরা তা-ই নিচ্ছি। এ কথায় আমার জবাব হোচ্ছে, অবস্থার পারিপার্শ্বিকতায় বহু বিষয় বদলে যায়। অনেক বিষয় অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হোয়ে যায়। কিন্তু অনেক বিষয় আছে যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, এর কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন: একটি মানুষের নাকে সজোরে ঘুসি মারলে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হবে, লক্ষ বছর আগে এই ঘুষি মারলে তখনও রক্ত বের হোত, আজও বেরোয়, লক্ষ বছর পরেও মানুষের নাকে ঘুষি মারলে রক্ত বেরোবে। এর কোন পরিবর্তন নেই। জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক পূঁজিবাদ মানুষ সমাজে যে ক্ষতি করে, ধনী-দরিদ্রের যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে তা লক্ষ বছর আগেও কোরত, এখনও কোরছে এবং আজ থেকে লক্ষ বছর পরেও এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি মানবজীবনে প্রয়োগ

কোরলে একই বিষময় ফল সৃষ্টি কোরবে। আগুনের পোড়াবার শক্তি লক্ষ বছর আগে যা ছিল, আজও তাই আছে এবং লক্ষ বছর পরেও অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে তা-ই থাকবে। এমনি বহু জিনিস আছে যা শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এই শেষ জীবনবিধান (দীন) তেমনি সেইসব অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত সত্যের উপর প্রতির্ষ্ঠিত কোরেছেন যা পৃথিবীর বাকী আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্ত্তন হবে না। এই জন্য এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকৃতিক দীন।[৪] **এই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐ সব অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতির্ষ্ঠিত কোরেছেন, যাতে মানবজাতির বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন না থাকে।** স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনীয় যা কিছু ইতিপূর্বে প্রেরিত জীবনব্যবস্থাগুলিতে ছিল তার কোনটিই এতে স্থান পায় নাই, এতে শুধু অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতির্ষ্ঠিত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। কাজেই চৌদ্দশ’ বছর আগে এই জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রয়োগে যে ফল হোয়েছিল, বর্ত্তমানে প্রয়োগ কোরলেও সেই একই ফল হবে এবং লক্ষ বছর পরে প্রয়োগ কোরলেও সেই অকল্পনীয় ফলই হবে। তবে একটি বিষয় পাঠককে মনে রাখতে হবে, এখানে আমি যে জীবনব্যবস্থা (দীন) প্রতিষ্ঠার কথা বোলছি আর বর্ত্তমানে এসলাম বোলে যে ধর্মটি চালু আছে এই দু’টি এক জিনিস নয়। আমি সেই প্রকৃত এসলামের কথা বোলছি যা আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।[৫]

এখন মানুষ রচিত সর্বরকম ব্যবস্থা, তন্ত্র (Ism) ব্যর্থ হবার পর স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া দীন (জীবনব্যবস্থা) আবার কার্য্যকরী কোরে দেখা ছাড়া আর কি পথ বাকী আছে?

আমাদের এই আদর্শ কার্য্যকরী করার পদ্ধতি

কথার কোন মারপ্যাঁচে না যেয়ে আমার সোজা উত্তর হোচ্ছে, ১৪০০ বছর আগে যে পদ্ধতিতে আল্লাহর রসুল কার্য্যে পরিণত কোরেছিলেন সেই পদ্ধতি। সেই পথ হোচ্ছে বালাগ অর্থাৎ এই আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, পৃথিবীতে পূর্ণ নিরাপত্তায়, অর্থনৈতিক, সুখ-স্বাচ্ছন্দে, অবিচার, অশান্তি, মানুষে মানুষে সংঘাত, রক্তপাত বিহীন একটি সমাজে বাস কোরতে চাইলে স্রষ্টার দেওয়া পথ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আমরা যদি বুঝিয়ে বোলতে পারি এবং সমাজ যদি সেটা গ্রহণ করে তবে মানুষ পরিপূর্ণ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বাস কোরবে। এই অবস্থাকেই বলা হয় এসলাম অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। আল্লাহর রসুল এই পথই অনুসরণ কোরেছেন। তাঁর ১৩ বছরের মক্কার জীবন শুধু মানুষকে এই আহ্বান পৌঁছাতেই, বালাগ দিতেই কেটে গেছে। এই ১৩ বছর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা, যাঁরা তাঁর এই মতে বিশ্বাসী হোয়েছিলেন এই প্রচারকাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁদের ওপর বিরুদ্ধবাদীদের অর্থাৎ যারা স্রষ্টার দেওয়া এই বিধানকে মানতে রাজী নন, তারা অবর্ণনীয় নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়ে গেছেন, যেমন আজ আমাদের উপরও চালানো হোচ্ছে। তাঁদের কয়েকজনকে হত্যাও কোরেছেন, যেমন আজ আমাদের কয়েকজনকেও হত্যা করা হোয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রসুল ও তাঁর অনুসারীগণ সমস্ত সহ্য কোরেছেন, কখনও প্রত্যাঘাত করেন নাই। আমরাও গত ১৮ বছর ধোরে অনুরূপভাবে নির্যাতিত হোচ্ছি এবং আমরাও কোথাও প্রত্যাঘাত কোরি নাই। **সমাজ, জাতি যদি আমাদের এই আহ্বানে সাড়া না দেয়, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা সংখ্যায় অতি সামান্য। একমাত্র ডাক দেওয়া ছাড়া, মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই, কোরছিও না।** কারণ মানুষের মনের উপর জোর চলে না, তাই তো আল্লাহ নবীকে বোলেছেন, তোমার কাজ শুধু পৌঁছে দেওয়া, হেদায়াত করা আমার হাতে। তুমি ইচ্ছা কোরলেও কাউকে হেদায়াতে আনতে পারবে না।[৬] নবীর উম্মত হিসাবে আমরা শুধু মানুষকে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছি অর্থাৎ বালাগ কোরছি।

গত ১৮ বছরে অর্থাৎ এই আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর রহমে আমাদের নীতি থেকে বিচ্যুত হই নাই। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ গত ১৮ বছরে আমরা একটিও আইনভঙ্গ

কোরি নাই, একটিও অপরাধ কোরি নাই। কিন্তু তা স্বত্বেও কিছু এসলাম বিদ্বেষী মিডিয়া এবং ধর্মজীবি আলেম মোল্লা শ্রেণীর জঘন্য মিথ্যা প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সরকারের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভাগ এ পর্যন্ত ৪১০ বার আমাদের কর্মীদেরকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। আমরা কোন অপরাধ, কোন আইনভঙ্গ কোরি নাই বোলে আদালতে প্রতিবার আমাদের খালাস দেওয়া হোয়েছে। **তাই ঐ ৪১০ বার নির্দোষ কর্মীদেরকে গ্রেফতার কোরে জেল হাজতে প্রেরণ করা সত্বেও হেযবুত তওহীদ সত্যের উপর বিজয়ী, দীপ্ত, আলোকিত। দীর্ঘ ১৮ বছরে একটি মাত্র অপরাধ ও একটি মাত্র আইনভঙ্গ না করার মত দাবি কোন দলতো দূরের কথা, কোন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীও কোরতে পারবে না।** এটি হেযবুত তওহীদের একটি অনন্য গৌরব।

আমাদের এই অসম সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কী হোতে পারে? হোতে পারে একদিন মানুষ আমাদের ডাক, বালাগ বুঝতে পারবে এবং গ্রহণ কোরবে। তাহোলেই সমাজ অতি অল্প ও সামান্য জ্ঞানের অধিকারী[৭] মানুষের তৈরী বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে অসীম জ্ঞানের অধিকারী বিশাল বিশ্বজগতের এবং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও জীবনে কার্য্যকরী কোরবে। আর না হয় আমাদের বালাগ উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান কোরে বর্ত্তমানের মতই জীবনের সর্বস্তরে অশান্তি, অন্যায়, অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা ও মানুষে মানুষে, দলে দলে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ও রক্তপাতের মধ্যেই বাস কোরবে। যেটাই হোক, আমাদের এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জেহাদ) থামবে না। **কোন অপরাধ, কোন আইনভঙ্গ না করার নীতিতে অবিচল, একনিষ্ঠ থেকে আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।** এনশা’আল্লাহ আমরা কখনওই আল্লাহর রসুলের নীতি ও আদর্শ (সুন্নাহ) থেকে বিচ্যুত হবো না।

শক্তি ও প্রাধান্যের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। সে তিনটি হোল: অর্থবল (Finance), প্রচারমাধ্যম (Media) ও সামরিক শক্তি (Military might)। এই তিনটি যার হাতে থাকবে সেই পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব কোরতে পারবে। এ কথা সবারই জানা যে এই তিনটিই বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগতের অর্থাৎ জুডিও খ্রীস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালের হাতে।[৮] এই পাশ্চাত্য জগৎ সমস্ত পৃথিবীর অর্থবল (Finance) ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামরিক শক্তিতে তো কথাই নেই। উন্নয়নশীল এবং

অনুন্নত দেশগুলির মিডিয়া অর্থাৎ গণমাধ্যমের সর্বপ্রকার সংবাদ ইত্যাদির উৎস হোল উন্নত দেশ অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিগুলির সংবাদ সংস্থাগুলি। সুতরাং সেই উৎস থেকে যে সংবাদ, আদর্শ, অভিমত পরিবেশন করা হয় উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত জগতের মিডিয়া নিজেরা তাই দিয়ে প্রভাবিত হয় এবং তাদের নিজ নিজ দেশের গণমাধ্যমগুলিতে তা-ই প্রচার করে। পশ্চিমের এই সংবাদ সংস্থাগুলি সম্পূর্ণভাবে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। ইহুদীরা যে মতবাদ বিশ্বময় প্রচার কোরতে চায়, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সংবাদমাধ্যমগুলি সেই মতবাদই প্রচার করে। **ঐ সংস্থাগুলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল জগতের মানুষকে যা ভাবাতে, যা চিন্তা করাতে চায়, গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে তা-ই ভাবায়, যে মন-মানসিকতা সৃষ্টি কোরতে চায়, তাই সৃষ্টি করে এবং যা বিশ্বাস করাতে চায় তাই বিশ্বাস করায়।** এভাবে পশ্চিমা জগৎ প্রাচ্যের মানুষের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাই নয়, তথাকথিত উন্নত দেশগুলির পদাঙ্ক অনুসারী, অনুগত মিডিয়া বর্ত্তমানে এতই শক্তিশালী (Powerful) যে, মিডিয়া রক্তচক্ষু দেখালে বা ধমক দিলেই সরকারের কাপড় চোপড় বদলাতে (Shit in the pants) হয়।

অর্থবল (Finance), প্রচারমাধ্যম (Media) ও সামরিক শক্তি (Military might) এই তিনটি শক্তিই আজ জুডিও খ্রীস্টান সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যের হাতে অর্থাৎ দাজ্জালের হাতে। এই শক্তিতে বলিয়ান হোয়ে দাজ্জাল সমস্ত পৃথিবীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কোরছে যে পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে সে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন কোরতে পারে না। এই অবস্থার কথাই আল্লাহর রসুল চৌদ্দশ' বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন। তিনি বোলেছেন, দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন কোরবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মত তার করায়ত্ত হবে।[৭] আজ এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হোয়েছে।

দাজ্জাল নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া, গণমাধ্যমের অবিশ্রান্ত, নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচারের ফলে পৃথিবীর সমস্ত মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি, যার মধ্যে কোন কোন দেশের ৯৮% মোসলেম, তারা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের সৃষ্ট জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরেছে এবং ফলে তারা অন্যায়, অশান্তি, অবিচার, নানাবিধ সংঘর্ষে, রক্তপাতে নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন কোরছে। **এই**

অর্থবল, প্রচারমাধ্যম ও প্রচণ্ড সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান দাজ্জালের বিরুদ্ধে অতি ক্ষুদ্র, নিঃস্ব আমাদের হেযবুত তওহীদের পক্ষে একটি শক্তিই আছে। যেটি হোলেন- আল্লাহ, যিনি বোলেছেন, “তারা তাদের মুখের কথায় আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত কোরতে চায়, কিন্তু তিনি ইচ্ছা কোরেছেন তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করার জন্য, যদিও অবিশ্বাসীগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে[১০]...এবং এর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।[১১] হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহই যথেষ্ট।

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

একটি বিভ্রান্তির অপনোদন

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের বক্তব্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই জাতির সামনে প্রকাশ করার পর থেকে এ পর্য্যন্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গেলো তা হোচ্ছে এই যে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার যে অংশটুকু এই দেশে আছে তাদের একাংশ হয় ভীত হোয়েছেন না হয় চিন্তিত হোয়ে পোড়েছেন। এই অংশটি হোচ্ছে জাতির সেই অংশ যেটা কিছুতেই আল্লাহ, রসুলের দীন প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। তারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন কোরতে চান। আমার এই বইয়ে যে জেহাদ, কেতাল ইত্যাদিকে সন্ত্রাস বোলে চিহ্নিত কোরতে চান। **জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।** জেহাদ শব্দের অর্থ কোন কাজ কোরতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা; আর সন্ত্রাস হোচ্ছে হিংসাত্মক কাজ কোরে, বোমা ফাটিয়ে, ধ্বংস কোরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা। অথচ মোসলেম নামধারী কিন্তু কার্য্যতঃ কাফের ও মোশরেক এই লোকগুলি জেহাদকে সন্ত্রাস বোলে চালিয়ে, জেহাদের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে চান। অথচ দীন প্রতিষ্ঠার এই জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টা ছাড়া দীনুল এসলামই অসম্পূর্ণ; কারণ **ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে, মো'মেন হবার সংজ্ঞা, শর্তের মধ্যেই আল্লাহ এই জেহাদ অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে, সংগ্রামকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছেন।** (দেখুন- সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)

যারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দীনুল হক, এসলাম প্রতিষ্ঠা হোক তা চান না তারা **স্বভাবতই এই প্রচেষ্টাকে অর্থাৎ জেহাদকেও চান না,** এটাই স্বাভাবিক। তারা জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টাকে হেয়, মন্দ কাজ বোলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একে সন্ত্রাসের সঙ্গে এক কোরে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসকে ঘৃণার সাথে জেহাদকেও ঘৃণা করে। যেহেতু এসলাম বিরোধী এই লোকগুলির নিয়ন্ত্রনেই দেশের অধিকাংশ প্রচার ব্যবস্থা অর্থাৎ মিডিয়া (Media), সেহেতু তাদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে তারা প্রায় সফলও হোয়েছেন। মোসলেম ও মো'মেন হবার দাবীদারও আজ নিজেকে কোন ভাবে জেহাদ অর্থাৎ দীনুল এসলাম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত হবার কথা স্বীকার কোরতে ভয় পান এবং করেনও না।

সুতরাং প্রয়োজন হোয়ে পোড়েছে যে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় **জেহাদ এবং কেতালের স্থান কোথায় তা নির্দিষ্ট করা।** জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। জেহাদ হোচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বোলে, লিখে জানিয়ে, বক্তৃতা কোরে, যুক্তি উপস্থাপন কোরে, বুঝিয়ে ইত্যাদি বহুভাবে হতে পারে। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। **জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠি ইত্যাদির পর্য্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে।** কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোরান-হাদীস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা কোরে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে নিরংকুশ শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে বাস কোরতে হোলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, যে জিনিস যিনি তৈরী কোরেছেন তাঁর চেয়ে আর কে জানবে সে জিনিসটি কিভাবে চালালে ঠিকমত, ভালোভাবে চোলবে। আল্লাহ সুরা মুলকের ১৪ নং আয়াতে বোলেছেন- যে সৃষ্টি কোরেছে তার চেয়ে বেশী জান? (তুমি সৃষ্ট হোয়ে?) এ যুক্তির কোন জবাব আছে? কিন্তু আমরা মো'মেন মোসলেম হবার দাবীদার হোয়েও দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টান জড়বাদী 'সভ্যতা'র নির্দেশে আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অংশটুকু ছাড়া সমষ্টিগত (যেটা প্রধান) অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে নিজেরা বিধান, আইন-কানুন, নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ কোরে সেই মোতাবেক আমাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরছি। ফল কি হোয়েছে? শিক্ষা দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে **মানব ইতিহাসের চুড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হোয়েও আজ পৃথিবী অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাতে অস্থির।** তাহোলে প্রমাণ হোয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তৈরী কোরে নিয়েছে তা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হোয়েছে। কাজেই মানুষকেই বোঝাতে হবে যে এ পথ ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ কোরে আল্লাহর রসুল যা শিখিয়েছেন সেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরে যেতে হবে, সেই সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরে তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে। এই কাজ কি জোর কোরে করাবার কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর কোরে, শক্তি প্রয়োগ কোরে মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

হেযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংকল্প কোরছে এবং কোরছে মানুষকে বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে (উলুহিয়াতে) মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান কোরছে। এই কাজ করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রক্রিয়া গ্রহণ কোরেছে আল্লাহর রসুলের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তরিকাহ। তিনি কি কোরেছিলেন? মক্কী জীবনের তের বছর তাঁর আহ্বান অর্থাৎ বালাগ ছিলো ব্যক্তি ও দলগত পর্য্যায়ে। তাই তিনি ও তাঁর দল সর্বপ্রকার অত্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, নির্য্যাতন সহ্য কোরেছেন- কোন প্রতিঘাত করেন নি। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরাও আজ তের বছর (বর্তমানে- ১৮ বছর) ধোরে মানুষকে তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বালাগ দিয়ে আসছে, এটা কোরতে যেয়ে তারা বিরুদ্ধবাদীদের গালাগালি খাচ্ছে, অপমানিত হোচ্ছে, মার খাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হোচ্ছে। দাজ্জালের অনুসারী, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী এদের দ্বারা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরা বহুস্থানে বহুবার আক্রান্ত হোয়েছেন, তাদের আক্রমণে বহু মোজাহেদ সাংঘাতিকভাবে জখম, আহত হোয়েছেন এবং একজন পুরুষ মোজাহেদ এবং একজন নারী মোজাহেদা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হোয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রচারে ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হোয়ে পুলিশ মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, তাদের শারীরীক নির্যাতন কোরছে, জেলে দিচ্ছে, তাদের নামে আদালতে মামলা দিচ্ছে, এমন কি একেবারে মিথ্যা মামলাও দিচ্ছে। কিন্তু এই তের বছরে শতাধিক (বর্তমানে ১৮ বছরে চার শতাধিক) মামলার একটিতেও কোন মোজাহেদ আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হয় নাই, একটিতেও শাস্তি হয় নাই।

হেযবুত তওহীদের জন্মের সময় থেকেই আমি **নীতি হিসাবে রসুলের এই তরিকা অনুসরণ কোরেছি।** আমার নির্দেশ দেয়া আছে কোন মোজাহেদ কোন রকম বে-আইনি কাজ কোরবে না, কোন আইন ভঙ্গ কোরবে না, কোন বে-আইনি অস্ত্র হাতে নেবে না। যদি আমি জানতে পারি যে কোন মোজাহেদদের কাছে কোন বে-আইনি অস্ত্র আছে তবে আমিই পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেব। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মোজাহেদ কোন বে-আইনি কাজ কোরে কোন অস্ত্র মামলায় আদালত থেকে শাস্তি পায় নাই। তবু হয়রানী, নির্যাতন অব্যাহত থেকেছে।

আল্লাহর রসুলের তের বছরের মক্কী জীবনও ছিলো শুধু এক তরফা নির্য্যাতন। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ কোরল, তখন তিনি হেজরত কোরে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র

গঠন কোরলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন কোরলেন তখনই নীতি বদলে গেলো। কারণ **কোন রাষ্ট্র কোনদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না।** তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। আল্লাহর রসুলও তাই কোরলেন- হাতে অস্ত্র নিলেন এবং তখন থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের বাকিটার সমস্তটাই কাটলো যুদ্ধ কোরে। অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় **ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দলগতভাবে কোনও কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই,** আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি **রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ।** রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইন সম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনি, সন্ত্রাসী। কোরান ও হাদীসে যে জেহাদ ও কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত।

বলা হয় হেযবুত তওহীদের বইগুলি জেহাদী বই, কারণ ওতে জেহাদ ও কেতালের কথা লেখা আছে। জেহাদ এবং কেতালের কথা লেখা আছে বোলে যদি আমাদের বইগুলি আপত্তিকর বোলে মনে করা হয় তবে তাদের এ ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে গেলো; কারণ প্রত্যেক মোসলেম দাবিদারের বাড়িতেই অন্ততঃ দুইটি বই আছে যাতে **আমার বইয়ে জেহাদ ও কেতাল যতবার লেখা আছে তা থেকে বহুগুণ বেশীবার ঐ শব্দ দুটি, জেহাদ ও কেতাল লেখা আছে।** শুধু লেখা আছে নয় যা করার জন্য সরাসরি আদেশ দেওয়া আছে, এবং কোরলে মহাপুরস্কার এবং না কোরলে কঠিন শাস্তির কথা লেখা আছে। ঐ বই দুইটির একটি আল্লাহর কোর’আন এবং অন্যটি রসুলের হাদীস। ঐ বই দুইটির সম্পর্কে যখন কেউ “জেহাদী বই, আপত্তিকর বই” ইত্যাদি উক্তি কোরতে পারে না, সেখানে আমার ছোট ছোট দু’একটি পুস্তিকাকে আপত্তিকর আখ্যা দেওয়াও যুক্তিহীন।

আমরা কোর’আন-হাদীস দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা কোরছি যে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া **মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।** বর্তমান অশান্ত, পৃথিবীই তার প্রমাণ। এখানে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই, মানুষকে জোর কোরে কোন কিছু বোঝানো যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান (Common sense), মানুষ যদি একে গ্রহণ করে তবে দেশে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকেই, মানুষের উলুহিয়াতকেই আঁকড়ে

ধোরে থাকে তবে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহর যা ইচ্ছা কোরবেন। আর যদি মানুষ আমাদের কথা বোঝে, সাড়া দেয়, দাজ্জালের শেখানো বর্ত্তমানের মানুষের সার্বভৌমত্বকে অর্থাৎ শের্ক ও কুফর ছেড়ে দিয়ে তওবা কোরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তবে তখন আসবে কেতালের অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের, যুদ্ধের সময়। এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমানে মানবজাতির সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুর্দশার কারণ তারা ইহুদী-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের দেওয়া জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেমগুলি মেনে জীবন চালাচ্ছে। এই দুর্দশা থেকে তাদেরকে মুক্তি পেতে হোলে তাদেরকে আগে এই সিস্টেমকে প্রত্যাখ্যান কোরতে হবে এবং গ্রহণ কোরতে হবে স্রষ্টার দেওয়া নিখুঁত সিস্টেম বা সত্যদীন যা কেবলমাত্র হেযবুত তওহীদের কাছেই আছে। এই সিস্টেমটি মানবজাতির সামনে প্রকাশ করা আমাদের কেবল নৈতিক দায়িত্বই নয়, এটা আমাদের জেহাদ। প্রচলিত সিস্টেমের ধারক-বাহক-অনুসারীরা আমাদের যতই বিরোধিতা কোরুক, আল্লাহর সত্যদীনকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে।

আল্লাহ সুরা তওবার ৩২ নং আয়াতে বোলেছেন- তারা (কাফের, মোশরেকরা) তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না, তা কাফেরদের কাছে যত অপ্রীতিকরই হোক। এনশা'আল্লাহ তারা হেযবুত তওহীদকেও ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারবে না।

১. কোর'আন, সূরা মুল্ক ১৪

২. কোর'আন, সূরা বনী এসরাঈল ৮৫

৩. হাদীস: খাব্বাব (রা:) থেকে বোখারী ও মেশকাত।

৪. কোর'আন, সূরা রূম ৩০

৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা বইগুলি পড়ার অনুরোধ কোরছি।

৬. কোর'আন, সূরা কাসাস: ৫৬

৭. কোর'আন, বনী এসরাঈল ৮৫

৮. দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা "দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!" বইটি পড়ার অনুরোধ কোরছি।

৯. হাদীস, মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর

১০. কোর'আন, সূরা তওবা ৩২

১১. কোর'আন, সূরা ফাতাহ ২৮